যুগান্তর

তারিখ 21 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

ভাসানী মেডিকেল কলেজ ও আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মওলানা ভাসানী মেডিকেল কলেজ বুধবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভাসানী মেডিকেল কলেজে সরকারি অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা এবং আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠা আন্দোলনের মুখে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি সরকার অবৈধভাবে পরিচালিত ১৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত মওলানা ভাসানী মেডিকেল কলেজ তাদের অন্যতম। তালিকা প্রকাশের পর থেকেই এ কলেজে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছিল। সকাল ১০টার দিকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা কলেজের সামনে একত্রিত হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তারা হঠাৎ কলেজে ভাংচুর শুরু করে। শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ ডা. মোজাফফারুল ইসলাম মণ্ডলকে কলেজের তৃতীয় তলায় তারই কক্ষে তালাবন্ধ করে রেখে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। কম্পিউটার, চেয়ার, টেবিল, দরজা-জানালা ভেঙে চৌচির করে। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা কলেজের ভেতরে স্লোগান দেয় ও সমাবেশ করে পুলিশ জানায়, বেলা ১১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অধ্যক্ষ ওই কক্ষে তালাবন্ধ ছিলেন।

বন্ধ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

বন্ধ : আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের হাত থেকে কলেজের অন্য কর্মকর্তারাও রেহাই পাননি। কলেজের পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) ডা. আবুল হোসেন ও অ্যাডমিশন অফিসার কে.এম গোলাম মওলাকেও নিচতলায় অবরুদ্ধ রাখে তারা। ঘটনার পর থেকেই ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে জনরোষের কারণে পুলিশ অ্যাকশনে যায়নি। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে পুলিশ অধ্যক্ষকে কক্ষ থেকে মুক্ত করে।

আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো: আলী আহম্মদ মণ্ডল যুগান্তরকে জানান, তেজগাঁওয়ে নতুন ক্যাম্পাসে গমনকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, তেজগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ চলছে। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ভবন এখনও কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়নি। যে কাজ বাকি রয়েছে তাতে আগামী জুলাই মাসের শেষে কাজ সম্পন্ন হবে। এ অবস্থায় আগামী অক্টোবরে কিংবা পরিস্থিতি ইতিবাচক না হলে আগামী বছরের এপ্রিলে নতুন সেশনের শিক্ষা কার্যক্রম সেখানে শুরুর চিন্তাভাবনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তা মানছিল না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট, মিছিল-সমাবেশ করছিল। এ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতে সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, যৌক্তিকভাবে একটি শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে ক্লাস শিফট করা সম্ভব নয়। কিন্তু ছাত্ররা তা বুঝতে চাচ্ছিল না।